প্রধানমন্ত্রীর চাপ কমাতে যৌথ সংসদীয় কমিটি

অরুণ জেটলি (রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা)

টেলিকম ও স্পেকট্রাম কাণ্ডে দর ও বন্টনের বিষয়ে তদন্তের জন্য যৌথ সংসদীয় কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অনুমোদনের পর যৌথ সংসদীয় কমিটির এই রিপোর্ট আজ রাজ্যসভায় টেবিল হয়। কংগ্রেস ও ইউপিএ সরকারের মনোভাবে এটাই পরিস্কার যে চার রাজ্যের বিধানসভার ভোটের ফলাফল থেকে তারা কোনও শিক্ষাই নেয়নি। তাদের স্ট্র্যাটেজি হল প্রথমে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া ও পরে তাকে ঢাকার জন্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যবহার করে তাদের দূষিত করা।

যে সমস্ত বিষয়গুলি যৌথ সংসদীয় কমিটির খতিয়ে দেখা উচিত ছিল তা হল --------

১) ২০০১ এর দর অনুযায়ীই কি ২০০৮ এ স্পেকট্রাম বন্টন হয়েছিল ?

২) যে প্রক্রিয়ায় স্পেকট্রাম বন্টন হয়েছিল সেখানে গোলপোস্ট কি স্থানান্তরিত করা যেত ?

৩) তৎকালীন টেলিকম মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত সমপর্কে কি অবগত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী ?

এই ইস্যুগুলির অধিকাংশই রিপোর্টে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। অন্যদিকে রিপোর্টের অধিকাংশটা জুড়ে দায়ী করা হয়েছে এনডিএ সরকারকে। অবশ্য এই রিপোর্টের কোনও বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। বোফর্স মামলায় ঘুষের তত্ব খারিজ করেছিল জেপিসি।যদিও সিবিআই চার্জশিটে জেপিসির তত্ব উড়িয়ে দেওয়া হয়। সাংসদ কেনাবেচা মামলাতেও বিরোধী দলের সাংসদদের অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিল সংসদীয় কমিটি। কিন্তু ট্রায়াল কোর্ট তাঁদের নির্দোষ বলে রায় দেয়। একটা সংসদীয় প্রতিষ্ঠানের সম্মান রক্ষা করতে চাইলে আগে এটা নিশ্চিত করা উচিত যে সত্য কখনও গোপন করা হবেনা।

টেলিকম কেলেঙ্কারির তদন্তে গঠিত জেপিসি চেয়ারম্যানকে পাঠানো বিরোধী দলের সাংসদদের নোটেও কলম চালানো হয়েছে। বিষয়টা নিয়ে আজ আমি রাজ্যসভায় প্রশ্নও তুলেছিলাম। এই কাজটা করে চেয়ারম্যান প্রিভিলেজ ভঙ্গ করেছেন। এই ইস্যুতে আমি রুলিং ও চাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তা করা হয়নি।

একমাত্র সান্তনা, এতে সরকারের অবস্থানটা আরও স্পষ্ট হয়ে গেল। রাজার যে পড়নের কাপড় নেই তা মানুষের কাছে আরও পরিস্কার হল। এমনকি যৌথ সংসদীয় কমিটি গড়ে দুর্নীতি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হলেও সম্মানরক্ষা হলনা।